নিবেদন

'নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার মেয়েদের ভাষা : একটি সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিচার' বাংলায় সমাজভাষাভিত্তিক গবেষণার ধারায় নতুন সংযোজন। জেলা নদীয়ার বিশেষত তেহট্ট মহকুমার মেয়েদের ভাষা নির্ভর কোনো গবেষণাধর্মী অধ্যয়ন ইতিপূর্বে সম্পন্ন হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সেদিক থেকে বিষয়টির মৌলিকত্ব রয়েছে। আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। আমরা সচেষ্ট হয়েছি নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার বাইরে বার করে এনে বিষয়টিকে একটু নতুনভাবে দেখার। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে। চেষ্টা করেও পৌঁছানো যায়নি বহু ভাষির কাছে। তুলে আনা সম্ভব হয়নি তাদের ভাষা-বৈশিষ্ট্য। যাদের কাছাকাছি আসা গেছে তাদের ভাষারীতির ঘনিষ্ঠ পাঠ নেওয়াও যে সম্পূর্ণ হয়েছে তাও নয়। সব মিলিয়ে কমবেশি ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আলাদা করে উল্লেখ করার মতো কিছু অর্জন আমাদের ঝুলিতে রয়েছে বলেই মনে হয়। যে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে অভিসন্দর্ভপত্রটি তার মধ্যে প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা নতুন কথা হয়তো বিশেষ বলতে পারেনি, তবে বিষয়টির সামগ্রিক উপস্থাপনা আমাদের একান্ত নিজস্ব। নানাক্ষেত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাকে নিজেদের মতো করে নির্মাণ করে নিয়েছি আমরা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জেলা নদীয়া ও তেহট্ট মহকুমার সম্পর্কে প্রচলিত বৃত্তান্তের পাশাপাশি আমরা আমাদের নিজস্ব কিছু অধ্যয়নের কথা তুলে ধরেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে সামাজিক প্রেক্ষিতে মেয়েদের ভাষার যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা আমাদের নিজস্ব সংযোজন। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথাবদ্ধ ধারায় ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব প্রভৃতির নিরিখে নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার মেয়েদের ভাষার স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। তবে প্রথাবদ্ধতাই এখানে শেষকথা নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথা ভাঙার চেষ্টা করেছি আমরা; বিশেষত সমাজভাষিক বৈশিষ্ট্য অন্বেষণ ও তার বিশ্লেষণে। ভাষাতত্ত্বের নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও আমরা সমাজিক প্রেক্ষিতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছি। এখানে শব্দার্থতত্ত্বের সাপেক্ষে মেয়েদের ভাষার যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা মোটের উপর অভিনব প্রয়াস। লোকায়তিক-সাংস্কৃতিক ভাবনার আলোকে তেহট্ট মহকুমার মেয়েদের ভাষার বিশেষ পাঠ নেওয়া হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। এই অধ্যায়টিও নিজস্বতায় ভাস্বর। সমাজভাষাতত্ত্বের যে শৃঙ্খলায় গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করা হয়েছে তা অবশ্যই শেষকথা নয়; নতুন পথ নতুন প্রণালীর অনুধ্যান অব্যাহত আছে ও থাকবে। তাসত্ত্বেও আগামী দিনের গবেষকদের পথচলার পথে অনুপ্রেরণার কারণ হবে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভপত্র; এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

যাঁদের সাহয্যের সূত্র ধরে এই পর্যন্ত পৌঁছান গেল তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক মীর রেজাউল করিম। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় শ্রেণিতে আমরা তাঁর থেকে পাঠ গ্রহণ করেছি। স্যারের কাছে এখন

আমার ঋণ অসীমান্তিক হয়ে পড়ল। এ ঋণ পরিশোধ করার নয়। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ডালি উপুড় করে দেওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে আমাদের আর কিছু করার নেই। গবেষণার কাজে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সাইফুল্লা। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান শ্রীউৎপল মণ্ডল, বর্তমান বিভাগীয় প্রধান শ্রমতী মঞ্জুলা বেরা সহ বিভাগের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের প্রতি আলাদা করে কৃতক্ষতা নিবেদন করি। গবেষণার বিভিন্ন স্তরে ব্যবহার করতে হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থাগার। আলাদা করে নাম উল্লেখ না করে ওইসব গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সুধীজনকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের অশিক্ষক কর্মীদের কাছে। অফিসিয়াল সমস্ত বিষয়ে তাঁরা আমাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন; অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার বাইরে বেরিয়ে এসে এমন কিছু করেছেন যা শুধু একান্ত প্রিয়জনের জন্যই করা যায়।

সকলের প্রতি আবারও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে আরও একটি কথা। 'নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার মেয়েদের ভাষা : একটি সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিচার' শীর্ষক এই গবেষণায় আমাদের যা কিছু অর্জন তার কৃতিত্ব প্রিয়জনদের; প্রাপ্তি সীমার ওপারে যা কিছু রয়ে গেল তার দায়ভার মাথায় তুলে নিলাম একান্তভাবে। আগামী দিনের কোনো গবেষক এই দায়ভার থেকে আমাদের মুক্ত করবেন বলে প্রত্যাশা করি।

(সুজিতকুমার বিশ্বাস)

করিমপুর, নদীয়া

৩০.৫.২০১৭